<table>
<tr><td>১) প্রযুক্তির নাম</td><td>:</td><td>পালংশাক উৎপাদনে মৃত্তিকার পুষ্টির চাহিদা, পুষ্টির উপোযোগিতা এবং ফলনে বিভিন্ন দিনের কম্পোস্টের সমন্বয়</td></tr>
<tr><td>২) প্রযুক্তির ছবি</td><td>:</td><td>
চিত্রঃ পালংশাক উৎপাদনে মৃত্তিকার পুষ্টির চাহিদা, পুষ্টির উপোযোগিতা এবং ফলনে বিভিন্ন দিনের কম্পোস্টের সমন্বয়</td></tr>
<tr><td>৩) প্রযুক্তির উপযোগিতা</td><td>:</td><td>অঞ্চল: গাজীপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় পালংশাক চাষ করা যায়।</td></tr>
<tr><td>৪) বিস্তারিত বিবরণ</td><td>:</td><td>শস্য: পালংশাক
জাত: বারি পালংশাক -২
সারের মাত্রা:
<table>
<tr><td>সারের নাম</td><td>সারের পরিমান (কেজি/হেক্টর)</td></tr>
<tr><td>ইউরিয়া</td><td>৩০০ কেজি</td></tr>
<tr><td>টিএসপি</td><td>২০০</td></tr>
<tr><td>এমওপি</td><td>১২০</td></tr>
<tr><td>জিপসাম</td><td>৮০</td></tr>
<tr><td>জিংক সালফেট</td><td>৬</td></tr>
<tr><td>কম্পোস্ট</td><td>১৫ টন/হেক্টর</td></tr>
</table>
সার প্রয়োগ পদ্ধতি:
পালংশাক চাষের জন্য ইউরিয়া ব্যতিত সমুদয় অন্যান্য সার এবং কম্পোস্ট শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।ইউরিয়া সার দুই কিস্তিতে সমান দুই ভাগে বীজ বপনের ১৫ এবং ৩০ দিন পরে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তি:
ফলন: ২০-২২ টন/হেক্টর</td></tr>
<tr><td>৫) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ</td><td>:</td><td>১। পালংশাক চাষে ৪৫ দিনের পচা কম্পোস্টে ব্যবহার করলে, ফসলের পুষ্টির চাহিদার সময় অধিক পুষ্টির সহজলভ্য হয় ফলে শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে যে ফলন পাওয়া যায় তার চেয়ে ১১৪% ফলন বেশি পাওয়া যায়।
২। ৪৫ দিনের পচা কম্পোস্ট ব্যাবহার করলে মাটিতে তুলনামুলক কম পানি, কম রাসায়নিক সার প্রয়োজন হয় এবং কম্পোস্টিং সময়ও কম লাগে।</td></tr>
</table>